2217 - ইস্তখিারার নামাযরে পদ্ধতি ও ইস্তখিারার দোয়ার ব্যাখ্যা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ইস্তখিারার নামাযরে পদ্ধতি কভিাবে? ইস্তখিারার নামাযে কোন দোয়া পড়তে হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ইস্তখিারার নামাযরে দোয়া জাবরে বনি আব্দুল্লাহ্ আল-সুলামি (রাঃ) বর্ণনা করছেনে। তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে সর্ববষিয়ে ইস্তখিারা করা শক্ষিা দতিনে; যভোবে তনিি তাদরেকে কুরআনরে সূরা শক্ষিা দতিনে। তনিি বলতনে: তোমাদরে কউে যখন কোন কাজরে উদ্যোগ নয়ে তখন সে যনে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে। অতঃপর বলে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ ثم تسميه بعينه خَيْرا لِي في عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ قال أو فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لي وَيَسِّرْهُ لي ثُمَّ بَارِكْ لي فِيهِ ، اللهم وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّه شَرٌّ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ في عَاجِلِ أمري وَآجِلِهِ ، فَاصْرِفْنِي عَنْهُ [واصْرِفْهُ عَنِّى]، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رضِّنِي به،

(অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানরে সাহায্যে আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি আপনার শক্তরি সাহায্যে শক্তি ও আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কনেনা আপনইি ক্ষমতা রাখনে; আমি ক্ষমতা রাখি না। আপনি জ্ঞান রাখনে, আমার জ্ঞান নইে এবং আপনি অদৃশ্য বষিয়ে সম্পূর্ণ পরজ্ঞিাত। হে আল্লাহ! আপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ (নজিরে প্রয়োজনরে নামোল্লখে করবে) আমার বর্তমান ও ভবষ্যিত জীবনরে জন্য কংিবা বলবে আমার দ্বীনদারি, জীবন-জীবকিা ও কর্মরে পরণিামে কল্যাণকর হলে আপনি তা আমার জন্য নর্িধারণ করে দনি। সটো আমার জন্য সহজ করে দনি এবং তাতে বরকত দনি। হে আল্লাহ্! আর যদি আপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ আমার দ্বীনদারি, জীবন-জীবকিা ও কর্মরে পরণিামে কংিবা বলবে, আমার বর্তমান ও ভবষ্যিতরে জন্য অকল্যাণকর হয়, তবে আপনি আমাকে তা থকেে ফরিযি়ে দনি এবং সটোকওে আমার থকেে ফরিযি়ে রাখুন। আমার জন্য সর্বক্ষত্রেে কল্যাণ নর্িধারণ করে রাখুন এবং আমাকে সটোর প্রতি সন্তুষ্ট করে দনি।"[সহহি বুখারী (৬৮৪১) এ হাদসিটরি আরও কছিু রওেয়ায়তে তরিমযিি, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদে রয়ছে]

ইবনে হাজার (রহঃ) হাদসিটরি ব্যাখ্যায় বলনে:

استخارة (ইস্তখিারা) শব্দটি اسم বা বশিষ্যে। আল্লাহ্র কাছে ইস্তখিারা করা মানে কোন একটি বষিয় বাছাই করার ক্ষত্রেে আল্লাহ্র সাহায্য চাওয়া। উদ্দশ্যে হচ্ছ, যে ব্যক্তকিে দুটো বষিয়রে মধ্যে একটি বষিয় বাছাই করে নতিে হব, সে যনে ভালটকিে বাছাই করে নতিে পারে সে প্রার্থনা।

তাঁর কথা: "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে সর্ববষিয়ে ইস্তখিারা করা শক্ষিা দতিনে" : ইবনে আবু জামরা বলনে, এটি এমন একটি আম (সাধারণ); যার থকেে কছিু এককক্কে খাস (বশিষোয়তি) করা হয়ছে। কনেনা ওয়াজবি ও মুস্তাহাব কর্ম পালন করার ক্ষত্রেে এবং হারাম ও মাকরূহ বষিয় বর্জন করার ক্ষত্রেে ইস্তখিারা করা যাবে না। তাই ইস্তখিারার গণ্ডি সীমাবদ্ধ শুধু মুবাহ বষিয়রে ক্ষত্রেে এবং এমন মুস্তাহাবরে ক্ষত্রেে যে মুস্তাহাব অপর একটি মুস্তাহাবরে সাথে সাংঘর্ষকি; সুতরাং দুইটরি কোনটা আগে পালন করবে কংিবা কোনটা বাদ দয়িে কোনটা পালন করবে সক্ষেত্রে। আমি বলব: এ সাধারণটি বড় ছোট সকল বষিয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ অনকে ছোটখাট বষিয়রে উপর অনকে বড় বষিয়ও নর্িভর করে থাকে।

তাঁর কথা: "উদ্যোগ নয়ে": ইবনে মাসউদরে হাদসিে এসছে, যখন তোমাদরে কউে কোন কছিু করার সংকল্প কর, তখন সে যনে বল।

তাঁর কথা: "সে যনে দুই রাকাত নামায আদায় কর... ফরয নামায নয়": এ বাণীর মাধ্যমে উদাহরণস্বরূপ ফজররে নামাযকে বাদ দয়ো হয়ছে...। ইমাম নববী তাঁর 'আল-আযকার' গ্রন্থে বলছেনে: উদাহরণস্বরূপ যদি যোহররে সুন্নত নামাযরে পর, কংিবা অন্যকোন নামাযরে সুন্নতরে পরে কংিবা সাধারণ নফল নামাযরে পরে ইস্তখিারার দোয়া কর...। তবে আপাত প্রতীয়মান হচ্ছে য, যদি ঐ নামাযরে সাথে ইস্তখিারার নামাযরেও নয়িত করে তাহলে জায়যে হব; নয়িত না করলে জায়যে হবে না।

ইবনে আবু জামরা বলনে, ইস্তখিারার দোয়ার আগে নামায পড়ার রহস্য হল, ইস্তখিারার উদ্দশ্যে হচ্ছে একসাথে দুনয়িা ও আখরোতরে কল্যাণ লাভ করা। আর এটি পতেে হলে রাজাধরিাজরে দরজায় নক করা প্রয়োজন। আল্লাহ্র প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁর স্তুতি জ্ঞাপন ও তাঁর কাছে ধর্ণা দয়োর ক্ষত্রেে নামাযরে চয়েে কার্যকর ও সফল আর কছিু নইে।

তাঁর কথা: "অতঃপর সে যনে বল": এর থকেে স্পষ্ট বুঝা যায় য, এ দোয়াটি নামায শষে করার পরে পড়তে হব। এমন একটি সম্ভাবনাও রয়ছেে য, এক্ষত্রেে ক্রমধারা হবে নামাযরে যকিরি-আযকার ও দোয়াগুলো পড়ার পরে সালাম ফরিানোর আগে ইস্তখিারার দোয়াটি পড়ব।

তাঁর কথা: اللهم إني أستخيرك بعلمك এখানে ب হরফটি করণাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়ছে। এ ব্যাখ্যার আলোকে অর্থ হব, 'আমি আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি; যহেতেু আপনি অধকি জ্ঞানী'। এবং بقدرتك এর মধ্যওে ب হরফটি একই

অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (সেক্ষেত্রে অর্থ হবে, আমি আপনার কাছে শক্তি প্রার্থনা করছি; কারণ আপনি ক্ষমতাবান।) আবার ب হরফটি استعانة বা সাহায্য অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। (সে ক্ষেত্রে অর্থ হবে 'হে আল্লাহ্! আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্যে আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করছি'। দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হবে, 'আমি আপনার শক্তির সাহায্যে শক্তি প্রার্থনা করছি'।)

তাঁর কথা: (أستقدرك) অর্থ হচ্ছে, উদ্দেশ্য হাছিলে আমি আপনার কাছে শক্তি প্রার্থনা করছি। আরেকটি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে, সেটা হচ্ছে- আমি আপানার কাছে প্রার্থনা করছি- আপনি আমার তাকদীরে সেটা রাখুন। উদ্দেশ্য হচ্ছে- আপনি আমার জন্য সেটা সহজ করে দিন।

তাঁর কথা: (وأسألك من فضلك) (অর্থ- আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি)। এ বাক্যের মধ্যে এদিকে ইশারা রয়েছে যে, আল্লাহ্র দান হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। তাঁর নেয়ামত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাঁর উপর কারো কোন অধিকার নেই। এটাই আহলে সুন্নাহ্র অভিমত।

তাঁর কথা: (فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم) (অর্থ- কেননা আপনিই ক্ষমতা রাখেন; আমি ক্ষমতা রাখি না। আপনি জ্ঞান রাখেন, আমার জ্ঞান নেই): এ কথার দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, জ্ঞান ও ক্ষমতা এককভাবে আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ্ বান্দার জন্য যতটুকু তাকদীর বা নির্ধারণ করে রেখেছেন এর বাইরে বান্দার কোন জ্ঞান বা ক্ষমতা নেই।

তাঁর কথা: (اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر) (অর্থ, হে আল্লাহ! আপনার জ্ঞানে আমার এ কাজ। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, 'নিজের প্রয়োজনের নামোল্লেখ করবে'): ভাবপ্রকাশের বাহ্যিক শৈলী থেকে বুঝা যাচ্ছে প্রয়োজনটি উচ্চারণ করবে। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, দোয়া করার সময় মনে করলেও চলবে।

তাঁর কথা: (فاقدره لي..) (অর্থ- আপনি তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন): অর্থাৎ আমার জন্য সেটা বাস্তবায়ন করে দিন। কিংবা অর্থ হবে আমার জন্য সেটা সহজ করে দিন।

তাঁর কথা: (فاصرفه عني واصرفني عنه) (অর্থ, তবে আপনি তা আমার থেকে ফিরিয়ে নিন এবং আমাকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখুন): অর্থাৎ সে বিষয়টি ফিরিয়ে নেয়ার পরে আপনার অন্তর যেন সেটার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে না থাকে।

তাঁর কথা: (رضِّني...) (অর্থ আমাকে তাতে সন্তুষ্ট রাখুন)। যেন আমি সেটা না পাওয়াতে ও না ঘটাতে অনুতপ্ত না হই। কেননা আমি তো চূড়ান্ত পরিণতি জানি না। যদিও আমি প্রার্থনাকালে সেটার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম...।

এ দোয়ার গূঢ় রহস্য হচ্ছে যাতে করে বান্দার অন্তর সেই বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে না থাকে; পরিণতিতে সে মানসিক অস্বস্তিতে ভুগবে। সন্তুষ্টি বলতে বুঝায় তাকদীরের উপর অন্তরের স্বস্তি পাওয়া।

হাফযে ইবনে হাজার কৃত সহহি বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ থকেে সংক্ষপেে সমাপ্ত। অধ্যায়: ‘কতিাবুত তাওহীদ; উপ-অধ্যায়: ‘দোয়াসমূহ’।